স্বপ্রণোদিত হালনাগাদ তথ্য-২০২৪

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্লট-ই, ১৩ বি, ২য় তলা, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
ই-মেইলঃ info@pppo.gov.bd,
ওয়েবসাইটঃ www.pppo.gov.bd

৩০ মে ২০২৪ খ্রিঃ

সূচিপত্রঃ

১. তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে পিপিপি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

১.১ তথ্যের শিরোনাম

২. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

৫. আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি

৬. পরিশিষ্ট ‘ক’ স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা

১. তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে পিপিপি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা।

ভিশন ২০২১ ও ২০৩০ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ উন্নয়নের এক অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় শামিল হয়েছে। এ অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশের প্রতি বছর ১,২০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশে অবকাঠামো খাতে প্রতিবছর সাড়ে ৩০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ হচ্ছে। অর্থায়নের এই বিশাল ঘাটতি পূরণে অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি পিপিপি'র মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন জরুরি। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হতে অবকাঠামে খাতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ দরকার। কিন্তু দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় সরকারী অর্থে অবকাঠামো উন্নয়নে এত অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়। সে জন্য বেসরকারি খাতে অধিকতর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নতিতে সরকারের কার্যক্রমে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিগত ২০১১ সনে পিপিপি অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মধ্য দিয়ে বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। এই আইন ২০১৫ কার্যকর হওয়ার পর পিপিপি অফিস, পিপিপি কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। পিপিপি আইন অনুযায়ী পিপিপি কর্তৃপক্ষের একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিপিপি কর্তৃপক্ষের বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারপারসন।

১.১ তথ্যের শিরোনামঃ

"স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২৪" নামে অভিহিত হবে।

২. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর অধীন নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহপূর্বক তা যথাযথভাবে নিম্নরুপ সংরক্ষণ করবে;

- স্বপ্রণোদিত তথ্যসহ অন্যান্য সকল তথ্য (যা প্রকাশে আইনগত বাধা নেই) পিপিপি কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে (www.pppo.gov.bd) থাকবে।

৩. তথ্য প্রদানের পদ্ধতিঃ

৩.১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুদ্রিত অনুলিপি, ফটোকপি, নোট, ইলেকট্রনিক ফরমেট বা প্রিন্ট-আউট পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ করবেন।

৩.২ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য লাভে সহায়তা করবেন।

৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাঃ

পরিচালক (পিএমএফ), পিপিপি কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতিঃ

পিপিপি কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সচিব) আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন।

কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পান কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।

- আপীল আবেদনে আপীলের কারণ উল্লেখপূর্বক সাদা কাগজে বা তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এ ফরম ('গ' সংযুক্ত) এ আবেদন করা যাবে।
- সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবে।

পিপিপি কর্তৃপক্ষের স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকাঃ

- পিপিপি কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো।
- পিপিপি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী।
- সচিব, মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপ-পরিচালকগণের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা।
- পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন, প্রবিধানমালা, ম্যানুয়াল, প্রজ্ঞাপণ, অফিস আদেশ, নির্দেশনা ইত্যাদি।
- বিভিন্ন ধরনের ফরমস।
- বার্ষিক প্রতিবেদন।
- সকল প্রকাশিত প্রতিবেদন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।
- পিপিপি প্রকল্প, প্রণোদনা ও অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি।
- ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্যাদি।
- তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি, অনুমোদিত আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল ইত্যাদি।
- পিপিপি কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট সংবাদ, বিভিন্ন বিনিয়োগ বিকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্য।
- পিপিপি কর্তৃপক্ষের সিটিজেন চার্টার।